মাসিক
দুদক বার্তা
www.acc.org.bd

৮ম বর্ষ
৩১তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়
ফাঁদ অভিযান
গ্রেফতার
হট লাইন ভিত্তিক অভিযান
প্রশিক্ষণ
বিচার ও দন্ড
দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি দমন কমিশন দেশব্যাপী গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব গণশুনানির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি পরিষেবা প্রদানে অনিয়ম, হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা লাঘবের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হচ্ছে। গণশুনানি সরকারি কর্মকর্তাদের জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা সৃষ্টির একটি অন্যতম কৌশল বলা যেতে পারে। ২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু করে দুদক। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাংক, টিআইবিসহ বিভিন্ন সংস্থার কারিগরি সহায়তা এবং কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গণশুনানিকে সরকারি সেবাপ্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের একটি প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। গণশুনানিতে কমিশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন। গণশুনানিতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানির মূলে রয়েছে নাগরিকদের অসচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সরকারি সেবা প্রদানে নির্ধারিত সময়-সীমা অনুসরণ করা। গণশুনানি স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশন ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৯টি গনশুনানি এবং ০৮টি ফলো-আপ গণশুনানি অর্থাৎ মোট ২৭টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালে ১৯টি গণশুনানির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের নিকট ৬৭৮টি অভিযোগ পাওয়া যায়, এর মধ্যে ৫৮৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কমিশন ২৭টি গণশুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও অধিকাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণ মাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিকের দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর উপর ভিত্তি করেই কমিশন গণশুনানি পরিচালনা করছে।

এসকল শুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার যেমন তাৎক্ষণিক সমাধান করা হচ্ছে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎস শনাক্তকরণ, প্রকৃতি ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি দপ্তর সমূহের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কমিশনকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করছেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে এই নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ গণশুনানি (Public Hearing) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর চেয়ারম্যান/ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড কমিশনারসহ সম্মানিত জনপ্রতিনিধির জন্য এ গণশুনানি উন্মুক্ত থাকে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমেই সরকারি পরিষেবা প্রদানে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত অনিয়ম, অবহেলা ও দীর্ঘ সূত্রিতা দূর করা যাবে বলে মনে করা হয়।

১০৫
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৯৩৫৩০০৪-৮ info@acc.org.bd
www.acc.org.bd